45

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...21 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১ ...

যশোর বোর্ড ঃ ১৩৪টি স্কুলের ৬০ ভাগ পরীক্ষার্থীই ভুয়া

যশোর ব্যুরো ঃ ২০ মার্চ।– শিক্ষা বোর্ডে প্রিন্ট আউট না পাঠানো ১শ' ৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশ এসএসসি, পরীক্ষার্থীই ভুয়া বলে ধরা পড়েছে। সূত্র জানায় ঃ সাত হাজার থেকে আট হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থীকে সোমবার পর্যন্ত চিহ্নিত করা গেছে। উল্লেখ্য, এক শ্রেণীর শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারী যশোর শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে। এরা বেশীর ভাগ সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী।

বার বার তাগাদা দেয়ার পরও ১শ' ৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রিন্ট আউট পাঠায়নি। তখন শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়–ওইসব বিদ্যালয়ে ভুয়া পরীক্ষার্থী থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়। শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সোমবার জানান, ওইসব বিদ্যালয়ের পক্ষে গড়ে ৫০ জন হিসাবে মোট ৬ হাজার ৭শ' জন এসএসসি পরীক্ষার আবেদন জানায়। এখন তদন্তে জানা গেছে, ৬০ শতাংশ পরীক্ষার্থীই ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী। অর্থাৎ অন্তত ৪ হাজার ২০ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া গেছে ওই ১শ' ৩৪টি বিদ্যালয় থেকে। উল্লেখ্য, দৈনিক বাংলাই প্রথম আশংকা প্রকাশ করেছিল প্রিন্ট আউট না পাঠানো বিদ্যালয়গুলিতে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীরা থাকতে পারে।

(৮–এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ড ঃ ১৩৪টি স্কুলের ৬০ ভাগ পরীক্ষার্থীই ভুয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানায় ঃ বুয়েটে কম্পিউটার প্রসেসের সময় ৪ হাজার ২শ' জন ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীর সন্ধান মিলেছে। এদের-সহ অন্যান্য ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী সব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার আবেদনই বাতিল করা হচ্ছে। অন্যদিকে ১শ' ৩৪টি বিদ্যালয়ের যেসব পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বৈধ বলে চিহ্নিত হয়েছে, তারা যথারীতি পরীক্ষার সুযোগ পাবে।

শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তড়িঘড়ি করে ১শ' ২৪টি স্কুলের অনুমোদন দেন। এর অনেকগুলির অনুমোদন নিয়মমাফিক হয়নি। এমন কি তারা এসএসসি পরীক্ষার্থীর যে বিপুল তালিকা দিয়েছে অত বিপুল ছাত্রছাত্রী প্রাচীন এবং প্রতিষ্ঠিত স্কুল থেকেও পরীক্ষার জন্য আবেদন করেনি। নিয়ম অনুযায়ী তাদের রেজিস্ট্রেশন পাবার কথাও নয়। এই অনিয়মের ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ড কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ব্যাপারে কোন কর্মকর্তাই মুখ খুলছেন না।